দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 15 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৬ ...

শিশুদের শিক্ষায় ব্র্যাক স্কুল

১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুল নিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হয়। মার্চ '৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২২৮০২টি গ্রামে মোট ৩৪,৩৯৫টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে NFPE (Non Formal Primary Education) স্কুল হচ্ছে ২৭৮৭৭টি ৮ থেকে ১০ বছর বয়সীদের জন্য

গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার বড়ছিট একটি ছোট্ট গ্রাম। একবার কোন কারণে সেই গ্রামে যাওয়া হল স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলি কিছু ক্ষুদে দর্শকের সাথে কথা হয়। এতই সপ্রতিভ ছিল ওরা যে ভীষণ অবাক হলেম। ধারণা ছিল গ্রামের ছেলেমেয়েরা লাজুক হবে, কথা বলবে অস্পষ্ট স্বরে, অশুদ্ধ করে। কিন্তু একেবারে উল্টো। আরো বেশি অবাক হলাম যে এরা খুবই দরিদ্র পরিবারের, বাবা-মাও শিক্ষিত নয়। তাই তাদের কাছ থেকে এসব শেখেনি। জানতে চাইলাম কোন্ স্কুলে পড়ে- একযোগে ব্র্যাক স্কুল। পরের দিন খুব আগ্রহ নিয়ে স্কুলে গেলাম। শিক্ষিকা সুরাইয়া বেগম ঐ গ্রামেরই একজন গৃহবধূ। ক্লাসে ঢুকতেই সবাই একটা বিশেষ স্টাইলে হাততালি দিয়ে যেন বরন করল। ভেতরে ঢুকতেই মন ভাল হয়ে গেল। মেঝের তিনদিকে চট বিছানো। সকলেই বেশ গুছিয়ে বসে গেছেন। সবার সামনেই খাতা, বই, শ্লেট আর একটা কৌটা যাতে পেন্সিল, রাবার, চক, টুকরা কাপড় রাখা। দেয়ালে কয়েকদিকের বোর্ডে আছে ওদেরই আঁকা ছবি। লেখা রচনা, ছোট গল্প, কবিতা। সবকিছু পরিপাটি সাজানো, কোথাও ময়লা নেই; কেউ হল্লা করছে না, আপা ছিলেন খুবই আন্তরিক। হাতে লেখার খাতাগুলো দেখালেন। প্রতিটি খাতাতেই যত্নের ছাপ। এরপর ওদের কাছ থেকে গান, কবিতা শুনলাম, নাচ ও অভিনয় দেখলাম। পটু নয় তবে যেটুকু আছে তাতে রয়েছে আন্তরিকতা, স্পষ্টতা। একটা ছেলে তার নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনাল। ক্লাস থ্রি- তাও আবার গাঁয়ের ছেলে- ভাবা যায়!

আপা বললেন, ওদেরকে প্রশ্ন করতে কি প্রশ্ন করব দেখেই তো ভাল লাগছে। দেয়ালে রচনা লেখা দেখে জিজ্ঞেস করলাম- 'তোমরা জান রচনা কাকে বলে?' একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে বলল কোন জিনিস সম্পর্কে গুছিয়ে কিছু বলা বা লিখাকে রচনা বলে। আবারও অবাক হলাম। মনে হল আমি নিজেও সংজ্ঞা দিতে পারতাম না। আপাকে জিজ্ঞেস করলাম, ওদের উপস্থিতি কেমন। তিনি বললেন, খুব ভাল। একজনকে দেখালেন জ্বর নিয়েই চলে আসছে। জিজ্ঞেস করলাম অসুস্থ শরীর নিয়ে স্কুলে এলে কেন? বলল, বাড়িতে ভাল লাগে না। আপা যদি নতুন শিখিয়ে ফেলে তাহলেতো শিখতে পারব না। একটা ঘটনা বললেন আপা- "এই ক্লাসেরই একজন ছাত্রীর বাবা তার গাছের একটি কাঁঠাল উপহার দেন স্কুলে। সেই ছাত্রীটি ছিল খুব গরিব। এজন্য সবাই মিলে ঠিক করল কাঁঠালটি বিক্রি করে সেই টাকা দেবে।" জানতে চাইলাম অভিভাবকদের মনোভাবের কথা। বললেন, প্রথম প্রথম বিরোধিতা করলেও এখন ঠিক হয়ে গেছে। কারণ ওরা বুঝতে পারছে এতে করে ওদের ছেলেমেয়েরাই ভাল হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে। তার কাছ থেকে বেশ কিছু তথ্য পেলেও বিস্তারিত জানবার জন্য গেলাম ঢাকার মগবাজারে ব্র্যাকের "উপ আঞ্চলিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে।"

১৯৮৫ সালে ২২টি স্কুল নিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম শুরু হয়। মার্চ '৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২২৮০২টি গ্রামে মোট ৩৪,৩৯৫টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে NFPE (Non Formal Primary Education) স্কুল হচ্ছে ২৭৮৭৭টি ৮

ব্র্যাক স্কুলের পাঠকক্ষের ভেতরের দৃশ্য — ছবি ঃ ইরা

থেকে ১০ বছর বয়সীদের জন্য এবং ১১-১৫ বছর বয়সীদের জন্য কিশোর-কিশোরী স্কুল হচ্ছে ৬৫১৮টি। এদের (৮-১০) তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এবং (১০-১৫)দের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হয়। প্রতি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গ্রাম পর্যায়ে ৩৩ জন শহর এলাকায় ৩০ জন। তবে ৭০% ছাত্রী। শিক্ষার সমস্ত উপকরণের সাথে সাথে এরা কিছু ওষুধপত্র ও বিনে পয়সায় পাচ্ছে। একেবারে দরিদ্র ছাত্রটির কাছেও শিক্ষার আলো পৌছে দেয়াই তাদের লক্ষ্য। গ্রামের লোকজনই ঘর করে দেয় এবং প্রতিমাসে ভাড়া হিসেবে ২০০ টাকা নেয়। বেশির ভাগ অর্থাৎ ১০০%ই মহিলা শিক্ষক এবং তাদের ন্যূনতম যোগ্যতা দশম শ্রেণী পাস এবং অঙ্গীকার করতে হবে ৩ বছর পড়ানোর। প্রথমে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স হয়, এরপর ১৫ দিনের আর একটি কোর্স। এছাড়া প্রতি ১ মাসে কি পড়াবে তার টাস্ক দিয়ে দেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে সুপারভাইজার আসে পরিদর্শনে। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রতি সপ্তাহে একটি বইয়ের একটা নির্দিষ্ট অধ্যায়-এর উপর পরীক্ষা দিতে হয়। একে বলে চলতি মূল্যায়ন। বছরশেষে ক্লাস উত্তীর্ণ হবার পরীক্ষা নেয়া হয়। শিক্ষকদের ৬ দিনের একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এছাড়া নতুন কিছু টেস্টের জন্য স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়। ক্লাস চলে মোট ৩ ঘন্টা। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে গান, কবিতা, ছড়া, হাতের কাজ শেখানো হয়। বেত বা অপমানজনক শাস্তির কোন ব্যাপার নেই। কেউ অন্যায় করলে অন্যদের চেয়ে বেশি করে পড়া দিতে হবে। তাদের কাছে প্রশ্ন করলাম এই যে ছেলেমেয়েরা তৃতীয় বা পঞ্চম শ্রেণীর পর এক স্কুলে আর পড়তে পারছে না, এতে করে অন্য স্কুলে কি এরকম শিখাবার সুযোগ পাচ্ছে- ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না? তারা বললেন যে তারা সরকারি স্কুলের সাথে কথা বলছেন আর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন এই বলে যে এখন তাদেরকে নিজস্ব প্রচেষ্টায় আগাতে হবে। একটা ফলোআপ হচ্ছে যে, ৬০%-এর চেয়েও বেশি ছেলেমেয়ে পড়াশুনা কনটিনিউ করছে। আমরা আশাবাদী এবং ব্র্যাকের এই কার্যক্রমকে ধন্যবাদ জানাই।

❑ তানজীলা ইরা।